দৈনিক ইত্তেফাক

APR 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৩...

প্রতারণার শিকার ৫১জন দাখিল পরীক্ষার্থী ॥ মাদ্রাসায় তালা

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) থেকে সংবাদদাতা ॥ জেলার আউলিয়ারহাট কাজী নিজামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারের প্রতারণার শিকার হয়েছে মাদ্রাসার ৫১ জন দাখিল পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে কেন্দ্র থেকে ফিরে এসে। তারা মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। মাদ্রাসা সুপার উধাও। ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, পাটগ্রাম উপজেলার আউলিয়ারহাট কাজী নিজামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার মাওলানা আসাদুজ্জামান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষের ৫১জন নিয়মিত দাখিল পরীক্ষার্থী ছাত্র / ছাত্রীকে ২০০২ সনের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের নিকট থেকে ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ বাবদ ১ হাজার ৩শ' ৬০ টাকা হারে মোট ৬৯ হাজার ৩শ' ৬০ টাকা গ্রহণ করেন। ছাত্র / ছাত্রীরা পরীক্ষার পূর্বেই সুপারের নিকট রেজিস্ট্রেশন কার্ড, প্রবেশপত্র দাবী করলে তিনি তাদের হাতীবান্ধা উপজেলার ভবানীপুর ছেফাতিয়া ফাজিল মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র দিবেন বলে জানান। পরীক্ষার্থীরা চলতি দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রে গেলে তাদের ৪১ জনকে অনিয়মিত ছাত্র / ছাত্রী হিসাবে ভুয়া প্রবেশপত্র সরবরাহ করা হয় এবং ১০ জনের প্রবেশপত্র আসেনি বলে জানানো হয়। ছাত্র / ছাত্রীরা এসব প্রবেশপত্রের নাম, পিতার নাম, শিক্ষাবর্ষ ও মাদ্রার নামের মিল না থাকায় ভবানীপুর মাদ্রাসার সুপার ও কেন্দ্র সচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাহারকে জানালে সচিব ঐ প্রবেশপত্র দিয়েই পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্র/ ছাত্রীদের নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ইউসুফ ফারুখ স্বাক্ষরিত দাখিল পরীক্ষা ২০০২-এর প্রবেশপত্রে পরীক্ষার্থীর নাম- রেজাউল করিম, রোল-১৫৯৯৪৪, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৯, হাতীবান্ধা দই খাওয়া দাখিল মাদ্রাসা, উল্লেখ থাকলেও প্রবেশপত্রখানা দেয়া হয়েছে আউলিয়ারহাট মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী শাহানমা আলমকে, রহিমা বেগমের প্রবেশপত্র দেয়া হয়েছে সোহেলী আক্তারকে, আফরোজা খাতুনের প্রবেশপত্র দেয়া হয়েছে পারুল আক্তারকে। তারা আরো জানায়, কেন্দ্র সচিব ও সুপারের চাপের মুখে পরীক্ষার্থীরা ১ম দিনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ভয়ে ভীত হয়ে পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। গত ১৮ মার্চ পরীক্ষার ৪র্থ দিনে আউলিয়ারহাট মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী মেরিনা বেগম জানায়, সে নিজেকে, সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মনোয়ারা রোল-১৬০১৬৩ নং প্রবেশপত্র তুলে পরীক্ষা দিচ্ছে। ভবানীপুর মাদ্রাসা কেন্দ্রে আউলিয়ারহাট মাদ্রাসার সুপার কিংবা কোন শিক্ষককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার পর থেকে সুপার গা ঢাকা দিয়েছেন। হাতীবান্ধা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন পরীক্ষার ১ম দিনে পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রবেশপত্রে গরমিল দেখেই কেন্দ্র সচিবের ওপর চড়াও হলে তিনি তাদের নিবৃত করেন।